চিনুর ঝুড়ি

এক ঝুড়ি-অলা। ঝুড়ি বুনে বুনে বিক্কিরি করে। একদিন ঝুড়ি বুনছে। বুনতে বুনতে কেবলই বড় হয়ে যাচ্ছে। কিছুতেই আর ছোট করতে পারে না। যতই ছোট করতে যায়, আরও বড় হয়ে যায়। হতে হতে ঘরের মতন হয়ে গেল ঝুড়িটা। অত বড় ঝুড়ি নিয়ে কী করে এখন ঝুড়ি-অলা?

সে দেশের রাজামশাই বড্ডো ভালো। রাজ্যে নিয়ম করে দিয়েছেন, যার যা বিক্রি হবে না, সব তিনি কিনে নেবেন। তাই বলে তো আর তাঁকে যা খুশী তাই গছানো যায় না, বল? অ্যাত্তোবড় এই ঝুড়ি নিয়ে তিনি কী করবেন শুনি?

ঝুড়ি-অলা বসে বসে ভাবছে। এমন সময় তার ছোট্ট মেয়ে এসে বললে, বাবা তুমি অত ভাবছ কেন? এতো একটা আশ্চর্য জিনিস হয়েছে। তুমি এটা রাজামশায়কে উপহার দাও। দাম নিও না।

কিন্তু মা নিয়ে যাব কি করে বল্ দিকিনি?

এই তো, আমি একদিক ধরচি, তুমি আর এক দিক ধর।

বলে মেয়ে একদিক ধরতেই ঝুড়িটা ভাঁজ হয়ে ছোট্ট হয়ে গেল। ঝুড়ি-অলা অবাক হয়ে সেটা ঝোলায় ভরে নিয়ে মেয়ের হাত ধরে গেল রাজার বাড়ি।

সুন্দর ঝালর দেওয়া তোষকে মোড়া প্রকাণ্ড এক তক্তপোষে বসেছিলেন রাজামশাই। একটু ঝিমুনি এসে গিয়েছিল। সেই সকাল থেকে ঠায় তিনঘন্টা বসে আছেন তো—রাজামশাই, আমার বাবা আপনাকে একটা আশ্চর্য জিনিস উপহার দেবেন।

চমকে উঠে রাজা দেখেন, সিং-তক্তপোষের পায়া ধরে দাঁড়িয়ে একটি ফুটফুটে মেয়ে। সিং-তক্তপোষ কেন তাই বলছ তো? রাজা তাঁর প্রিয় বারশিঙা হরিণটি মারা যাবার পর তার শিং-টি তক্তপোষের ঠিক পেছনটিতে টাঙিয়ে রেখেছেন কিনা তাই। তাছাড়া সিংহাসনের সিং-ও রইল ওই সঙ্গে। তালব্য শ না দন্ত্য স, কে আর খতিয়ে দেখতে যাচ্চে বল?

রাজামশায়ের ভারি স্নেহ হল। মেয়েকে পাশে বসিয়ে বললেন, তাই নাকি?

ঝুড়ি-অলা তো ততক্ষণে ঘামতে সুরু করেছে। মেয়ে বাপের ঝোলা থেকে ঝুড়িটি নামিয়ে যেই না ভাঁজ খুলেচে, ওমনি ঝুড়িটা সভাময় ছড়িয়ে পড়ল, সবাই দৌড়ে পিছু হটে ঝুড়ির জন্যে জায়গা করে দিলে। আর কোথ্থেকে যেন রংবেরঙা সব মণি-মাণিক্য পড়তে লাগল সেই ঝুড়ির মধ্যে। রাজামশাই অবাক। ঝুড়ি-অলাও অবাক। মেয়েও অবাক।

পড়চে তো পড়চেই। থামে আর না। ঝুড়ি ভর্তি হয়ে উপচে পড়তে লাগল। সভার লোক দরজার কাছে ভিড় করে ছবির মত দাঁড়িয়ে আচে।

উঁহু, রং লাগার ভয় নেই, বহুদিন রং চুনকাম হয়নি, বরং বালি খসে পড়ার ভয় আছে। রাজামশায় সিং-তক্তপোষে ছবির মত বসে আছেন। চিনু বাপের হাত ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেকচে বাবার বোনা ঝুড়ির কাণ্ড-কারখানা।

খানিকক্ষণ পরে রত্নবৃষ্টি বন্ধ হল। ঝুড়ি চলতে শুরু করল। চাকা নেই, কিছু নেই। সেই জাপানী মনোরেলের মত।

উঁহু অত জোরে নয় তা বলে। খেপেচ? সবাই শশব্যস্তে সরে পথ করে দিলে। চাপা পড়লে তো মরবে। অত বড় রত্নবোঝাই ঝুড়ি! কিন্তু কি আশ্চয্যি! চিনুর পা পড়েছিল সামনে, ঠিক পাশ কাটিয়ে নিলে ঝুড়ি! রাজকোষের দরজার কাছে আসতেই তালা খুলে গেল আপনা আপনি! ঝুড়ি ভেতরে ঢুকে উপুড় হয়ে পড়ল। কত আর আশ্চর্যের চিহ্ন দোব, ও তোমরা দিয়ে নাও। তা প্পর নাচতে নাচতে বেরিয়ে এসে আবার ভাঁজ হয়ে পড়ে রৈল, যেন কিচ্ছুটি জানে না।

রাজামশাই ততক্ষণে ব্যাপারটা বুঝেচেন। প্রজাদের জন্যে হিতকাজ করে করে, তাদের বিক্রি-না-হওয়া জিনিস কিনে কিনে তাঁর রাজকোষ প্রায় শূন্য হয়ে এসেছিল। এমন কি তাঁর নিজের আর রানীর পোশাক কেনার টাকাও ছিল না। রানী-মা পুরোন ছেঁড়া সেলাই করে করে নিচ্ছিলেন। রাজতক্তপোষের ঝালরেও রানীমার অনেক রিপুকম্মো ঢাকা ছিল।

একটাই মাত্র মোটর, তা-ও চড়া ছেড়ে দিয়েছিলেন, তেলের যা দাম। শরীর খারাপের ছুতো করে খাওয়া-দাওয়াও একদম সাদাসিধে করে দিয়েছিলেন। মোটাচালের ভাত- রেশন ছিল না রাজ্যে—পাতলা ডাল আর চচ্চড়ি ।

রাজকন্যে রাজপুত্তুরের সেই কবেই বিয়ে-থা হয়ে গেছে, চাকরি-বাকরি করে, নিজের নিজের কোয়ার্টারে থাকে, কাজেই গ্যানগ্যান করারও কেউ নেই। প্রজাদের টাকা তাঁর চেয়ে বেশি হয়ে গিয়েছিল। কেউ ছিল না অনাহারী অসন্তুষ্ট বেকার। টিউবেল কুয়ো পুকুর খাল জলাধারে দেশ ভর্তি—খরা নেই, বন্যা নেই, জলকষ্ট নেই। তা সত্ত্বেও, এই সাতচল্লিশ বছর পরে নতুন কর বসাতে হবে নাকি?

এই ভেবে তাঁর মন বড্ড খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তাই এই কাণ্ড। এমনিতে তাঁর রাজ্যে কর হল টাকা পিছু এক পয়সা। তাই তাঁর বড্ড বেশি মনে হয়। ছাড় দেবার জন্যে মুকিয়ে থাকেন!

প্রজারাই বা ছাড় নেবে কেন? কর দেবার জন্যে মুকিয়ে থাকে। বলে, ওটুকু তো দিতেই হবে। কেউ ফাঁকি দেয় না। তাই ফাঁকি ধরার জন্যে, আবার তাদের ফাঁকি ধরার জন্যে, আবার তাদেরও ফাঁকি ধরার জন্যে মোটা মোটা মাইনে দিয়ে লোক রাখতে হয়নি। ফলে রাজকোষ উপচে পড়ত। কিন্তু ইদানীং আজ-মরি কি কাল-মরি করে অনেকগুলো কাজ হাতে নিয়েচেন একসঙ্গে। তাইতেই হুড়হুড় করে আয়ের চেয়ে বেশি ব্যয় হয়ে যাচ্ছিল। যাক অদ্ভুতভাবে সুরাহা হয়ে গেল।

উপচে-পড়া মণি-মাণিক্যগুলো জড় করেও স্তূপাকার হল।

রাজা বল্লেন, ভাই ঝুড়ি-অলা, তুমি এগুলো নাও, তোমার ঝুড়িটিও নাও।

ঝুড়ি-অলা বললে, না রাজা, ওসব তোমার। রাজা তখন বেছে বেছে কয়েকটা হিরে মুক্তো চুনি পান্না গোমেদ পোখরাজ তুলে ঝুড়ি-অলার মেয়ের জন্যে একটা আর বৌয়ের জন্যে একটা হার গড়িয়ে দিলেন। আর ঝুড়ি-অলাকে করলেন তাঁর খাস কারিগর। বাকি মণিমাণিক্য দিয়ে তাঁর ধার-দেনা শোধ হল, আটকে যাওয়া চলতি খরচ চলতে শুরু করল।

তাপ্‌পর ঝুড়ির কাণ্ড শোনো।

তাকে যেই তুলতে গেল রাজার লোক, সে সুরুৎ করে সরে গিয়ে রাজার তক্তপোষের তলায় ঢুকে পড়ল। সেখান থেকে আর কিছুতেই তাকে নড়ানো গেল না। যেন বজ্রলেপ দিয়ে আঁটা।

বজ্রলেপ জানো না? বাঃ। একরকম আঠা—গাব বেল ধুনো গুগ্‌গুল আরো কিসব মিশিয়ে তৈরী করতেন আমাদের শিল্পীরা, বজ্রের মত এঁটে থাকত বছরের পর বছর।

কিন্তু উৎসবের দিন আঁটন খুলে পাখির মত উড়ে আসে ঝুড়ি সিং-তক্তপোষের তলা থেকে। সভাঘর ভর্তি করে ছড়িয়ে যায়। কোথ্‌থেকে যেন তার মধ্যে পড়তে থাকে কমলা আঙুর আম আপেল বাদাম পেস্তা কিসমিস আখরোট পেয়ারা—যে সময়ের যা।

ছেলেমেয়েরা হাত-ধরাধরি করে সারা রাজ্যে ছড়িয়ে যায়, হাতে হাতে বিলি করে দেয় ফল—বাড়ি পাঠশালা হাসপাতাল অফিস কারখানা। যে যত পারে খায়; সবার শেষে রাজারানী যেই খান ওমনি বন্ধ হয়ে যায় ফল-বৃষ্টি। একবার তো চিনুই বাদ পড়ে গিয়েছিল, হাসপাতালে একটি ছোট্ট মেয়েকে খাওয়াতে গিয়ে।

এদিকে রাজারানীর মুখে আর ফল ঢোকে না, বেরিয়ে বেরিয়ে আসছে। তক্ষুনি খোঁজ খোঁজ—কে বাদ পড়েছে। চিনু এল, শেষ ফল কটি টুপটাপ পড়ল ঝুড়ি থেকে লাফিয়ে তার কোঁচড়ে। তবে রাজারানী খেতে পারেন।

যাবে নাকি ঝুড়ি-অলার রাজ্যে? চলো যাই।

যে টাকায় লোভের গন্ধ নেই, লোক ঠকানোর কালি নেই, জোরজুলুম খুন জখমের দাগ নেই, সেই নিদাগ নির্মল টাকা একটা করে চাঁদা তোল প্রত্যেকের কাছ থেকে। চাঁদা মানে জান তো? ছন্দক! স্ব-চ্ছন্দে, মানে স্বেচ্ছায় দেওয়া। যেদিন তোলা শেষ হবে, সেদিনই মুহূর্তের মধ্যে আমরা পৌঁছে যাব ঝুড়ি-অলার রাজ্যে একসঙ্গে সবাই। যে যেখানে আছি সেইখানেই। একসঙ্গে আর ষোল-আনা না হলে যে কিছুতেই যাওয়া যায় না সেখানে। কীর্তনে যে বলে শোননি? ষোল-আনা দিতে হবে! একমন হওয়া চাই!

—শ্রীমতী গৌরী ধর্মপাল

ঘড়ি

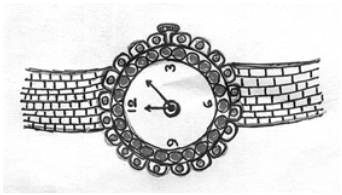

মা, আমায় এক লক্ষ টাকা দেবে?

—ঐ যাঃ! আগে বলবি তো? ঝাঁট দিয়ে ফেলে দিলুম। কী করবি মা?

—এই ঘড়িটা কিনবো। এই দ্যাখো ছবি দিয়েচে। এগারোটা হীরে, সতেরোটা পান্না, ঊনিশটা চুনী, আরো কত কী সব পাতর দিয়ে তৈরী করেচে। কে পরে মা ঘড়িটা?

—কেউ পরে না, রাজার ঘরে সাজানো থাকে।

পরের দিন মা দোকান থেকে কিনে আনলে ঝলমলে সব রঙীন ছোট বড় পুঁতি। তারপর মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এটা সেটা দিয়ে তৈরী করলে ঘড়ি। করে কাঁচের আলমারীতে সাজিয়ে রাখলে।

—নৈনি বললে, মা, ছবির চে ঢের সুন্দর হয়েচে।

—কোথ্‌থেকে কিনেচিস রে নৈনি? বন্ধুরা জিগ্যেস করে, কত দাম? নৈনি গম্ভীর ভাবে বলে, পাঁচ লক্ষ ।

—শ্রীমতী গৌরী ধর্মপাল